সংবাদ

তারিখ 04 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার থেকে ছাত্রছাত্রীদের আগমনে আবার মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস —সংবাদ

ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে ক্যাম্পাস মুখর / শ্লোগান মিছিল মানববন্ধন শো-ডাউন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ অবশেষে দীর্ঘ ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়েছে। প্রচুরসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে ক্যাম্পাস ছিল মুখর। ক্লাস শুরুর প্রথমদিনেই হলে হলে নেতা-কর্মীদের নামে বরাদ্দকৃত আসন নিশ্চিত করার দাবিতে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন পালন করে। অন্যদিকে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল গতকাল বিশাল শো ডাউন করেছে। এর আগে ২৯শে সেপ্টেম্বর আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সহাবস্থান নেয়।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মিছিল, শ্লোগান ও মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে স্বাগত জানিয়েছে। নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. এ ফায়েজ প্রক্টর অফিস, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালকদের কার্যালয়, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন ও ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ-খবর নেন। এতদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলায় সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে উপাচার্য বলেন, খুব ভাল লাগছে। চমৎকার পরিবেশে ক্লাস শুরু হয়েছে, সবকিছু সুন্দরভাবে চলছে, নিঃসন্দেহে এটা ভাল দিক। ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

ক্যাম্পাস ঃ মুখর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৩শে জুলাই শামসুন্নাহার হলে বর্বর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করে। ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভের মুখে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ২৭শে জুলাই রাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। ৩১শে জুলাই উপাচার্যের পদত্যাগের পর উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে ৭ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার কথা বলেন; কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে গড়িমসি করতে থাকেন। সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় ৮ই সেপ্টেম্বর হল ও ১২ই সেপ্টেম্বর ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে এ সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেয়া হয়।

গতকাল সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সরব হয়ে উঠে। ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে আড্ডা-খোশগল্পে মেতে উঠে। সেরে নেয় কুশল বিনিময়। দীর্ঘদিন পর চিরচেনা ঐতিহাসিক বটতলা, অপরাজেয় বাংলা, আমতলা, ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বর এলাকা যেন শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরে পায়। এরই মাঝে বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস চলতে থাকে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সবাই বন্ধুদের আড্ডায় যোগ দেয়। একে অপরের পরিবারে খবর নেয়। যারা বাইরে ছিল তারা ঢাকায় অবস্থানরতদের কাছে ক্যাম্পাসের সংবাদ বর্ণনা করে। প্রক্টর আতিকুর রহমান বলেন, প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত ছিল। শনিবার ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি আরও বেশি হবে।

দুপুর ১২টায় ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, প্রগতিশীল ছাত্র জোট শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। মিছিলে মিছিলে ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। এসব মিছিল থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়া হয়। সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল মধুর ক্যান্টিন থেকে একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি ডাকসু, কলাভবন, লেকচার থিয়েটার, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বর, বাণিজ্য অনুষদ ঘুরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এসে শেষ হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টুর সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন, এবিএম মোশাররফ হোসেন, ঢা.বি আহ্বায়ক শফিউল বারী বাবু, যুগ্ম সম্পাদক আমীরুল ইসলাম আলীম প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা বছর বছর ধরে সহাবস্থানের চিৎকার করেছি; কিন্তু তা পায়নি। আজ আমরা সহাবস্থান নিশ্চিত করেছি। বক্তারা বলেন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রী বোন ধর্ষিত হয়েছে, সে বিচার আমরা পায়নি।

নেতা-কর্মীদের নামে বরাদ্দকৃত সিট বুঝিয়ে দেয়া, অনাবাসিকদের দ্বৈতাবাসিকের সুযোগ দেয়া, সকল প্রকার হয়রানি বন্ধের দাবিতে ও শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ কলাভবনের সামনে মানববন্ধন পালন করে। মানববন্ধনশেষে কলাভবনের প্রধান ফটকে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ঢা.বি সাধারণ সম্পাদক হেমায়েতউদ্দিন হিমু, আমিনুল হক কবির, অপর্ণা পাল। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢা.বি সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মারুফা আক্তার পপি, বলরাম পোদ্দার, খান মঈনুল হোসেন মোস্তাক প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্যাম্পাসে সংঘটিত বর্বরতায় শুধু দোষী ডিসির পদত্যাগই যথেষ্ট নয়, সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকার করে ব্যর্থ সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ করা উচিত। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অনাহুত ঘটনা এড়িয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানান।

ক্যাম্পাসে মিছিলশেষে প্রগতিশীল ছাত্রজোট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চত্বরে এক সমাবেশ করে।

নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের সাংবাদিক সম্মেলন

শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজয় অর্জিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ৬ই অক্টোবর নির্যাতনবিরোধীরা বিজয় উদযাপন করবে। বেলা ১১টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে এ বিজয় উদযাপিত হবে।

দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা বলেন, আমাদের ৭ দফার অনেকগুলোই এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। বাকি দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করব। ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করব, যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা বেরিয়ে আসবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শামীমা সুমি (ভাষাতত্ত্ব)।